রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম কংক্রিট ঢালাই উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঈশ্বরদী, পাবনা, বৃহস্পতিবার, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪, ৩০ নভেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম কংক্রিট ঢালাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজকের দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। মূল অবকাঠামো নির্মাণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ প্রবেশ করল পরমাণু বিশ্বে। জাতি হিসেবে এটা আমাদের জন্য অনেক গৌরবের এবং আনন্দের।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।

সুধিমন্ডলী,

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের শুরু হয়েছিল তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ১৯৬১ সালে। জমি অধিগ্রহণসহ বেশ কিছু কাজ তখন সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার হঠাৎ করে কাজ বন্ধ করে দিয়ে প্রকল্পটি পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নিয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী কাজও শুরু হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পর সে কাজ আর এগোয়নি।

এরপর দীর্ঘদিন কোন সরকারই এ নিয়ে আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেই।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। পরমাণু নিরাপত্তাসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি এবং আইন-কানুন অনুসরণ করে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হয়। ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্বে এসে আমরা জ্বালানি নীতিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করি।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমরা সে সময় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা IAEA-এর সহযোগিতা চাই। তাদের সহায়তায় আমরা একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলাম। বিষয়টি যেহেতু আমাদের কাছে একেবারেই নতুন ছিল, সে কারণে জটিল নিয়ম-কানুন তৈরি করতেই আমাদের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

২০০১ সালের পর বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। তারা ক্ষমতায় এসেই আমাদের নেওয়া অনেক ভালো ভালো কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি তেমনি একটি প্রকল্প যা তারা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা আবার প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি। বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়া এটি বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এজন্য আমি রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার এবং সে দেশের বন্ধুপ্রতিম জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনেও রাশিয়া এবং সে দেশের জনগণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করছি।

সুধিমন্ডলী,

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ হচ্ছে একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ। সাধারণ মানুষও সবকিছুর আগে বিদ্যুৎ চান।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরপরই আমরা মানুষের এই বিপুল চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করি। সে সময় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন পেয়েছিলাম মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট। চাহিদার তুলনায় যা ছিল খুবই কম।

আমরা স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। তার ফলেই আজ বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ১৬ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। কোন লোড-শেডিং নেই। ৮৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। যেখানে এখনও বিদ্যুতের সরবরাহ লাইন পৌঁছেনি সেখানে সোলার হোম সিস্টেম চালু করা হয়েছে। সারাদেশে বর্তমানে ৪৫ লাখ সোলার হোম সিস্টেম আছে।

টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আমরা জ্বালানি নীতিতে জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছি। অর্থাৎ তেল, গ্যাস বা কয়লার পাশাপাশি পারমাণবিক, সৌর এবং বায়ু-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্বারোপ করেছি।

২০২৩ সাল নাগাদ রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে ১২০০ মেগাওয়াট এবং পরের বছর আরও ১২০০ মেগাওয়াট মোট ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ আসবে পারমাণবিক উৎস থেকে।

সম্মানিত সুধী,

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে পারমাণবিক নিরাপত্তার উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা IAEA এর গাইডলাইন অক্ষরে-অক্ষরে অনুসরণ করছি।

পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ এবং সুরক্ষিত প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং দেশের সর্বপ্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য আমরা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ প্রণয়ন করি।

এছাড়া, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নামে একটি স্বাধীন পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে IAEA এবং রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা আমাদের পারমাণবিক কর্মসূচি এগিয়ে নিচ্ছি। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পারমাণবিক বিস্তার রোধ সংক্রান্ত সকল ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং প্রটোকলে অনুস্বাক্ষর করেছে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী IAEA-এর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিটি স্তরে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করছে।

যে কোন দুর্যোগে আমাদের এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কোন প্রকার দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, সেটি খেয়াল রেখে এই প্লান্টের ডিজাইন করা হয়েছে।

এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরির জন্য প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যকর উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। পরিবেশ ও মানুষের যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যে কোন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ তার ব্যবহৃত জ্বালানি বা বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাপনা। রাশিয়ান ফেডারেশন এসব বর্জ্য তাদের দেশে ফেরত নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বজনীন শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবা এবং উল্লখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক সফল এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

গত অর্থবছরে রেকর্ড ৭.২৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০০৫ সালে দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫ সালে ছিল ৫৪৩ ডলার। এখন তা বেড়ে ১ হাজার ৬১০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। আর এখন রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমরা নিজেদের অর্থ দিয়ে পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। আমাদের এই লক্ষ্য পূরণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম পর্যায়ের কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...